ষোড়শ অধ্যায়

জম্বূদ্বীপের বর্ণনা

মহারাজ প্রিয়ব্রত এবং তাঁর বংশধরদের চরিত্র বর্ণনা করার সময়, শুকদেব গোস্বামী মেরু পর্বত এবং ভূমণ্ডলের বর্ণনাও করেছেন। ভূমণ্ডল একটি পদ্মের মতো এবং তার সাতটি দ্বীপ যেন সেই পদ্মের কোষ। জম্বূদ্বীপ সেই কোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। জম্বূদ্বীপের মধ্যস্থলে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। তার উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন, তার মধ্যে ১৬,০০০ যোজন মাটির নিচে রয়েছে। তার বিস্তার উপরিভাগে ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশে ১৬,০০০ যোজন। এক যোজন প্রায় আট মাইল। শৈলরাজ সুমেরু পৃথিবীর অবলম্বন।

ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে রয়েছে হিমবান, হেমকূট এবং নিষধ নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে রয়েছে নীল, শ্বেত এবং শৃঙ্গ নামক পর্বত। তেমনই, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে যথাক্রমে মাল্যবান এবং গন্ধমাদন নামক দুটি বিশাল পর্বত। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে রয়েছে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামক চারটি পর্বত। তাদের প্রত্যেকের বিস্তার ১০,০০০ যোজন এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন। এই চারটি পর্বতে ১,১০০ যোজন উঁচু একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বট গাছ রয়েছে। সেখানে দুধ, মধু, ইক্ষুরস এবং শুদ্ধ জলপূর্ণ চারটি হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে। সেখানে নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি উদ্যান রয়েছে। সুপার্শ্ব পর্বতের পাশে যে কদম্ব বৃক্ষটি রয়েছে, তার কোটর থেকে মধুধারা নিঃসৃত হচ্ছে, এবং কুমুদ পর্বতে শতবল্‌শ নামে যে বটবৃক্ষটি রয়েছে, তার মূল থেকে দধি, দুগ্ধ আদি অভিলষিত দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে পদ্মের কেশরের মতো কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট প্রভৃতি কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সুমেরুর পূর্বদিকে রয়েছে জঠর ও দেবকূট নামক দুটি পর্বত, পশ্চিম দিকে রয়েছে পবন ও পারিযাত্র নামক পর্বত, দক্ষিণ দিকে কৈলাস ও করবীর নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর নামক পর্বত। এই আটটি পর্বত ১৮,০০০ যোজন দীর্ঘ, ২,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং ২,০০০ যোজন উন্নত। এই সুমেরু পর্বতের উপরিভাগে রয়েছে ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মপুরী।

তার চারদিক ১০,০০০ যোজন দীর্ঘ। ব্রহ্মপুরীর চারদিকে রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্য সাতজন দেবতাদের নগরী। তাদের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যস্তপতি যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **উক্তঃ**—পূর্বেই বলা হয়েছে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভূ-মণ্ডল**—ভূমণ্ডল; **আয়াম-বিশেষঃ**—বিশেষ দৈর্ঘ্য এবং পরিধি; **যাবৎ**—যতদূর পর্যন্ত; **আদিত্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—তাপ প্রদান করে; **যত্র**—যেখানে; **চ**—ও; **অসৌ**—তা; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্ক; **গণৈঃ**—মণ্ডলীর; **চন্দ্রমা**—চন্দ্র; **বা**—অথবা; **সহ**—সঙ্গে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের কিরণ যতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্যের কিরণ ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে আসছে। আমরা যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের তথ্য অনুসারে গণনা করি, তাহলে ভূমণ্ডলের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা জপ করি *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ*। *ভূঃ* শব্দটি ভূমণ্ডলকে ইঙ্গিত করে। *তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্*—সূর্যকিরণ সমগ্র ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত। তাই সূর্য বরেণ্য বা পূজনীয়। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য, কিন্তু তাদের এই ধারণাটি ভুল। *ভগবদ্গীতা* (১০/২১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, নক্ষত্রগুলি হচ্ছে চন্দ্রের মতো (*নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী*)। নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে। গ্রহসমূহের স্থিতি সম্বন্ধে আধুনিক মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনার বহু পূর্বে আকাশ এবং বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল।

শুকদেব গোস্বামী বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ইঙ্গিত করে যে, শুকদেব গোস্বামী যখন পরীক্ষিৎ মহারাজকে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন, তার বহু পূর্বে সেই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিদের কাছে বিভিন্ন গ্রহের স্থিতি অজ্ঞাত ছিল না।

শ্লোক ২

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতৈঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিন্ধব উপকৃপ্তা যত এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু সূচিত এতদেবাখিলমহং মানতো লক্ষণতশ্চ সর্বং বিজিজ্ঞাসামি ॥ ২ ॥

তত্র অপি—সেই ভূমণ্ডলে; **প্রিয়ব্রত-রথ-চরণ-পরিখাতৈঃ**—সূর্যের পিছনে সুমেরু পর্বত পরিক্রমা করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার দ্বারা যে পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা; **সপ্তভিঃ**—সাতটি; **সপ্ত**—সাত; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **উপ-কৃপ্তাঃ**—সৃষ্টি হয়েছিল; **যতঃ**—যার ফলে; **এতস্যাঃ**—এই ভূমণ্ডলে; **সপ্ত-দ্বীপ**—সপ্ত দ্বীপের; **বিশেষ-বিকল্পঃ**—বিশেষ রচনা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ভগবন্**—হে মহাত্মা; **খলু**—বাস্তবিকপক্ষে; **সূচিতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **এতৎ**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অখিলম্**—সমস্ত বিষয়ে; **অহম্**—আমি; **মানতঃ**—পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে; **লক্ষণতঃ**—এবং লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে; **চ**—ও; **সর্বম্**—সবকিছু; **বিজিজ্ঞাসামি**—জানতে ইচ্ছা করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির মাপ, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন।

শ্লোক ৩

ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদু হৈতদ্ গুরোঽর্হস্যনুবর্ণয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥

ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণ-ময়ে**—ত্রিগুণময়ী বাহ্যরূপে; **স্থূল-রূপে**—স্থূল রূপ; **আবেশিতম্**—প্রবিষ্ট; **মনঃ**—মন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অগুণে**—চিন্ময়; **অপি**—যদিও; **সূক্ষ্মতমে**—অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে; **আত্ম-জ্যোতিষি**—যিনি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা জ্যোতির্ময়; **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—চিন্ময় সত্তা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেব-আখ্যে**—বাসুদেব নামক; **ক্ষমম্**—উপযুক্ত; **আবেশিতুম্**—নিবিষ্ট হতে; **তৎ**—তা; **উ হ**—প্রকৃতপক্ষে; **এতৎ**—এই; **গুরো**—হে গুরুদেব; **অর্হসি অনুবর্ণয়িতুম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মন যখন ভগবানের গুণময় স্থূল স্বরূপে, অর্থাৎ বিরাট রূপে নিবিষ্ট হয়, তখন তা বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং গুণাতীত। হে গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করা যায়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পূর্বেই উপদেশ দিয়েছেন ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি নিরন্তর সেই রূপের কথাই মনন করেছিলেন। ভগবানের বিরাট রূপ অবশ্যই জড়, কিন্তু যেহেতু সবকিছুই ভগবানের শক্তির বিস্তার, তাই চরমে কোন কিছুই জড় নয়। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মন চিন্ময় চেতনায় আপ্লুত ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

সবকিছুই, এমনকি জড় বস্তুও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। অতএব সবকিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটির অনুবাদ করে বলেছেন—

হরিসেবায় যাহা হয় অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া তাহার ত্যাগে হয় ভুল ॥

এমনকি ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হলে চিন্ময় হয়ে ওঠে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন ভগবানের বিরাট রূপের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর মন অবশ্যই চিন্ময় স্তরে

অবস্থিত ছিল। তাই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছা না থাকলেও তিনি ভগবানের সম্পর্কে সেই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, এবং তাই এই প্রকার ভৌগোলিক জ্ঞান জড়-জাগতিক ছিল না, তা ছিল চিন্ময়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* অন্যত্র (১/৫/২০) নারদ মুনি বলেছেন, *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ*—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা ভগবানেরই। তাই যদিও পরীক্ষিৎ মহারাজের এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় ভৌগোলিক জ্ঞানের কোন প্রয়োজন ছিল না, তবুও সেই জ্ঞান ছিল চিন্ময় এবং দিব্য, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ বলে চিন্তা করছিলেন।

আমাদের প্রচারকার্যেও আমাদের কত বিষয়-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা, কত বই আনা হল ও কত বই বিক্রি হল, ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত বিষয় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তা কখনও জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় মগ্ন হওয়া কৃষ্ণভাবনা থেকে ভিন্ন নয়। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে এবং প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য জড় জগতের সঙ্গে তার যে লেনদেন, তা কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে কোন মতেই ভিন্ন নয়।

শ্লোক ৪

ঋষিরুবাচ

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ কাষ্ঠাং মনসা বচসা বাধিগন্তুমলং বিবুধায়ুষাপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহারাজ**—হে মহা রাজন্; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া-গুণ-বিভূতেঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের রূপান্তর; **কাষ্ঠাম্**—অন্ত; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **বা**—অথবা; **অধিগন্তুম্**—পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **অলম্**—সক্ষম; **বিবুধা-আয়ুষা**—ব্রহ্মার মতো আয়ু সমন্বিত; **অপি**—ও; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **তস্মাৎ**—অতএব; **প্রাধান্যেন**—প্রধান স্থানগুলির সাধারণ বর্ণনার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভূ-গোলক-বিশেষম্**—ভূলোকের বিশেষ বর্ণনা; **নাম-রূপ**—নাম এবং রূপ; **মান**—মাপ; **লক্ষণতঃ**—লক্ষণ অনুসারে; **ব্যাখ্যাস্যামঃ**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবানের মায়াশক্তির বিস্তারের অন্ত নেই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) রূপান্তর, তবু ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয়, এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সতত চিন্তা করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের যথাযথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন, তা সত্ত্বেও আমি কেবল ভূলোক আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম, রূপ, পরিমাপ এবং লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র, কিন্তু তা অসীম এবং ব্রহ্মার মতো কোটি কোটি বর্ষের দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষেই তা জানা অথবা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদেরা ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি এবং অন্তরীক্ষের বিশালতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, এবং তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ময় নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য। *ভগবদ্গীতা* থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, এই সমস্ত নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করে। তাদের নিজেদের আলো নেই। অন্তরীক্ষে যতদূর পর্যন্ত সূর্যের তাপ এবং আলোক বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূলোকের বিস্তৃতি। তাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই এবং যতদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল তারকারাজি পরিবৃত, ততদূর পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বীকার করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরম্পরা সূত্রে যতখানি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি রাজাকে প্রদান করতে চেয়েছেন। অতএব তা থেকে আমরা স্থির করতে পারি যে, ভগবানের জড় সৃষ্টির বিস্তার যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে চিন্ময় জগতের বিশালতা নির্ণয় করা অবশ্যই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্ ।
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ॥

পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের বিস্তারের সীমা অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তিনি যদি ব্রহ্মার মতো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলেও তাঁর পক্ষে

তা সম্ভব নয়। সুতরাং তুচ্ছ বৈজ্ঞানিকদের কি কথা, যাদের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রগুলি সবই অপূর্ণ, এবং যারা এই একটি ব্রহ্মাণ্ডেরও তথ্য প্রদান করতে পারে না। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনের শ্রীমুখ থেকে যে বৈদিক তথ্য আমরা লাভ করেছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫

যো বায়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্তুলো যথা পুষ্করপত্রম্ ॥ ৫ ॥

যঃ—যা; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **দ্বীপঃ**—দ্বীপ; **কুবলয়**—ভূলোক; **কমল-কোশ**—পদ্ম ফুলের কোষের; **অভ্যন্তর**—ভিতরে; **কোশঃ**—কোষ; **নিযুত-যোজন-বিশালঃ**—দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল) বিস্তৃত; **সমবর্তুলঃ**—সমানরূপে গোলাকার, অথবা সমান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমন্বিত; **যথা**—সদৃশ; **পুষ্কর-পত্রম্**—পদ্মপাতা।

অনুবাদ

ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো, এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বূদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল)। জম্বূদ্বীপ পদ্মপাতার মতো গোলাকার।

শ্লোক ৬

যস্মিন্নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্যাদাগির্গিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥

যস্মিন্—সেই জম্বূদ্বীপে; **নব**—নয়; **বর্ষাণি**—ভূখণ্ড বা বর্ষ; **নব-যোজন-সহস্র**—৯,০০০ যোজন বা ৭২,০০০ মাইল দীর্ঘ; **আয়ামানি**—পরিমিত; **অষ্টভিঃ**—আটটি; **মর্যাদা**—সীমানা নির্দেশক; **গিরিভিঃ**—পর্বতের দ্বারা; **সুবিভক্তানি**—সুন্দরভাবে বিভক্ত; **ভবন্তি**—হয়েছে।

অনুবাদ

এই জম্বূদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন (৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমানা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *বায়ু পুরাণের* যেখানে হিমালয় আদি বিভিন্ন পর্বতের বর্ণনা করা হয়েছে, সেইখান থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন।

ধনুর্বৎ সংস্থিতে জ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্ ইতি দক্ষিণোত্তরে ভারতোত্তরকুরুবর্ষে চত্বারি কিংপুরুষ-হরিবর্ষ-রম্যক-হিরণ্ময়ানি বর্ষাণি নীলনিষধয়োস্তিরশ্চিনীভূয় সমুদ্রপ্রবিষ্টয়োঃ সংলগ্নত্বমঙ্গীকৃত্য ভদ্রাশ্বকেতুমালয়োরপি ধনুরাকৃতিত্বম্। অতস্তয়োর্দৈর্ঘ্যত এব মধ্যে সঙ্কুচিতত্বেন নবসহস্রায়ামত্বম্। ইলাবৃতস্য তু মেরোঃ সকাশাৎ চতুর্দিক্ষু নবসহস্রায়ামত্বং সংভবেৎ বস্তুতস্ত্বিলাবৃতভদ্রাশ্বকেতুমালানাং চতুস্ত্রিংশৎসহস্রায়ামত্বং জ্ঞেয়ম্।

শ্লোক ৭

এষাং মধ্যে ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য নাভ্যামবস্থিতঃ সর্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য মূর্ধনি দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

এষাম্—জম্বূদ্বীপের এই সমস্ত বিভাগ; **মধ্যে**—মধ্যে; **ইলাবৃতম্ নাম**—ইলাবৃত নামক বর্ষ; **অভ্যন্তর-বর্ষম্**—আভ্যন্তরীণ খণ্ড; **যস্য**—যার; **নাভ্যাম্**—নাভিতে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **সর্বতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **সৌবর্ণঃ**—স্বর্ণ নির্মিত; **কুল-গিরি-রাজঃ**—সমস্ত প্রসিদ্ধ পর্বতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **মেরুঃ**—মেরু পর্বত; **দ্বীপ-আয়াম-সমুন্নাহঃ**—যার উচ্চতা জম্বূদ্বীপের বিস্তারের সমান; **কর্ণিকাভূতঃ**—আবরণরূপে বিরাজমান; **কুবলয়**—এই গ্রহলোকের; **কমলস্য**—পদ্ম ফুলের মতো; **মূর্ধনি**—শীর্ষে; **দ্বাত্রিংশৎ**—বত্রিশ; **সহস্র**—হাজার; **যোজন**—যোজন (আট মাইল); **বিততঃ**—বিস্তৃত; **মূলে**—মূলভাগে; **ষোড়শ-সহস্রম্**—ষোল হাজার যোজন; **তাবৎ**—ততখানি; **আন্তঃ-ভূম্যাম্**—পৃথিবীর অভ্যন্তরে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বূদ্বীপের বিস্তারের সমান,

অর্থাৎ ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে, এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশ ১৬,০০০ যোজন।

শ্লোক ৮

উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরূণাং বর্ষাণাং মর্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রপৃথব একৈকশঃ পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তি ॥ ৮ ॥

উত্তর-উত্তরেণ ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে; **নীলঃ**—নীল; **শ্বেতঃ**—শ্বেত; **শৃঙ্গবান্**—শৃঙ্গবান্; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিনটি পর্বত; **রম্যক**—রম্যক; **হিরণ্ময়**—হিরণ্ময়; **কুরূণাম্**—কুরু; **বর্ষাণাম্**—বর্ষের; **মর্যাদা-গিরয়ঃ**—সীমানা নির্ধারক পর্বত; **প্রাক্-আয়তাঃ**—পূর্ব দিকে বিস্তৃত; **উভয়তঃ**—পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে; **ক্ষারোদ**—লবণ সমুদ্র; **অবধয়ঃ**—অবধি বিস্তৃত; **দ্বিসহস্র-পৃথবঃ**—যা দুই সহস্র যোজন ব্যাপী বিস্তৃত; **এক-একশঃ**—একের পর এক; **পূর্বস্মাৎ**—আগেরটি থেকে; **পূর্বস্মাৎ**—আগেরটি থেকে; **উত্তরঃ**—আরও উত্তরে; **উত্তরঃ**—আরও উত্তরে; **দশ-অংশ-অধিক-অংশেন**—এক-দশাংশ অধিক; **দৈর্ঘ্যঃ**—দীর্ঘ; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **হ্রসন্তি**—ন্যূন হয়।

অনুবাদ

ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রস্থ। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই তারা লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশ কম, কিন্তু উচ্চতায় তারা সকলেই সমান।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

যথা ভাগবতে তূক্তং ভৌবনং কোশলক্ষণম্ ।
তস্যাবিরোধতো যোজ্যামন্যগ্রন্থান্তরে স্থিতম্ ॥
মণ্ডোদে পুরণং চৈব ব্যত্যাসং ক্ষীরসাগরে ।
রাহুসোমরবীণাং চ মণ্ডলাদ্ দ্বিগুণোক্তিতাম্ ।
বিনৈব সর্বমুন্নেয়ং যোজনাভেদতোঽত্র তু ॥

এই শ্লোকগুলি থেকে মনে হয় যে, চন্দ্র এবং সূর্য ছাড়া অন্য একটি অদৃশ্য গ্রহও রয়েছে, যাকে বলা হয় রাহু। রাহুর প্রভাবে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হয়। আমরা মনে করি যে, আধুনিক অন্তরীক্ষ অভিযানে যে চাঁদে যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে, তারা চাঁদে না গিয়ে ভুল করে রাহুতে যাচ্ছে।

শ্লোক ৯

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা যথা নীলাদয়োঽযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষকিম্পুরুষভারতানাং যথাসংখ্যম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **নিষধঃ হেমকূটঃ হিমালয়ঃ**—নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত; **ইতি**—এইভাবে; **প্রাগায়তাঃ**—পূর্বদিকে বিস্তৃত; **যথা**—ঠিক যেমন; **নীল-আদয়ঃ**—নীল আদি পর্বত; **অযুত-যোজন-উৎসেধাঃ**—দশ হাজার যোজন উচ্চ; **হরি-বর্ষ**—হরিবর্ষ; **কিম্পুরুষ**—কিম্পুরুষবর্ষ; **ভারতানাম্**—ভারতবর্ষ; **যথা-সংখ্যম্**—সংখ্যা অনুসারে।

অনুবাদ

তেমনই, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ করছে।

শ্লোক ১০

তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্বেণ চ মাল্যবদ্গন্ধমাদনাবানীলনিষধায়তৌ দ্বিসহস্রং পপ্রথতুঃ কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে ॥ ১০ ॥

তথা এব—ঠিক সেই রকম; **ইলাবৃতম্ অপরেণ**—ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিকে; **পূর্বেণ চ**—এবং পূর্ব দিকে; **মাল্যবদ্-গন্ধ-মাদনৌ**—মাল্যবান পশ্চিম দিকে এবং গন্ধমাদন পর্বত পূর্বদিকে সীমা নির্ধারণ করছে; **আ-নীল-নিষধ-আয়তৌ**—উত্তর দিকে নীল নামক পর্বত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ দিকে নিষধ নামক পর্বত পর্যন্ত; **দ্বি-সহস্রম্**—দুই হাজার যোজন; **পপ্রথতুঃ**—তাদের বিস্তার; **কেতুমাল-ভদ্রাশ্বয়োঃ**—কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের; **সীমানম্**—সীমা; **বিদধাতে**—স্থাপন করে।

অনুবাদ

ঠিক সেইভাবে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যবান ও গন্ধমাদন নামক যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিষধ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতেও কত পর্বত রয়েছে যাদের ঠিক ঠিক ভাবে মাপা হয়নি। বিমানে মেক্সিকো থেকে কারাকাস্ যাওয়ার সময় তার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আমরা বহু পর্বত দেখেছি যাদের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যথাযথভাবে মাপা হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ আছে। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল পার্বত্য অঞ্চলের পরিমাপ আমাদের হিসাবের দ্বারা নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছেন যে, ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা গণনা করা অসম্ভব। আমাদের কর্তব্য কেবল শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ মহাজনদের কথাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ যে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা অনুধাবন করা। এখানে যে মাপ দেওয়া হয়েছে, যথা ১০,০০০ যোজন অথবা ১,০০,০০০ যোজন, তা সঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত কারণ শুকদেব গোস্বামী সেই তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। আমাদের পরীক্ষামূলক জ্ঞান *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না, আবার মিথ্যা বলেও তা প্রমাণ করতে পারে না। আমাদের কর্তব্য কেবল বিশ্বাস সহকারে মহাজনদের উক্তি শ্রবণ করা। আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবানের শক্তি অসীম, তাহলেই আমাদের মঙ্গল হবে।

শ্লোক ১১

মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দিশমবষ্টম্ভগিরয় উপকুপ্তাঃ ॥ ১১ ॥

মন্দরঃ—মন্দর পর্বত; **মেরু-মন্দরঃ**—মেরুমন্দর নামক পর্বত; **সুপার্শ্বঃ**—সুপার্শ্ব নামক পর্বত; **কুমুদঃ**—কুমুদ নামক পর্বত; **ইতি**—এই প্রকার; **অযুত-যোজন-বিস্তার-উন্নাহাঃ**—যার উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন; **মেরোঃ**—সুমেরুর; **চতুর্দিশম্**—চারদিকে; **অবষ্টম্ভ-গিরয়ঃ**—মেখলার মতো সুমেরু পর্বতকে ঘিরে রয়েছে; **উপকুপ্তাঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত মেখলার মতো বিন্যস্ত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)।

শ্লোক ১২

চতুর্ষ্বেতেষু চূতজম্বুকদম্বন্যগ্রোধাশ্চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্বতকেতব ইবাধিসহস্রযোজনোন্নাহাস্তাবদ্ বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ ॥১২॥

চতুর্ষু—চারটি; **এতেষু**—মন্দর আদি এই পর্বতগুলির উপরে; **চূত-জম্বু-কদম্ব**—আম, জাম, এবং কদম্ব; **ন্যগ্রোধাঃ**—এবং বটবৃক্ষ; **চত্বারঃ**—চার প্রকার; **পাদপ-প্রবরাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বৃক্ষ; **পর্বত-কেতবঃ**—পর্বতের উপরস্থ ধ্বজার; **ইব**—মতো; **অধি**—উপরে; **সহস্র-যোজন-উন্নাহাঃ**—এক হাজার যোজন উঁচু; **তাবৎ**—ততখানি; **বিটপ-বিততয়ঃ**—শাখার দৈর্ঘ্য; **শত-যোজন**—এক শত যোজন; **পরিণাহাঃ**—প্রস্থ।

অনুবাদ

সেই চারটি পর্বতের শিখরে ধ্বজার মতো একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।

শ্লোক ১৩-১৪

হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিক্ষুরসমৃষ্টজলা যদুপস্পর্শিন উপদেবগণা যোগৈশ্বর্যাণি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি ॥ ১৩ ॥ দেবোদ্যানানি চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভ্রাজকং সর্বতোভদ্রমিতি ॥ ১৪ ॥

হ্রদাঃ—হ্রদ; **চত্বারঃ**—চারটি; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **মধু**—মধু; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **মৃষ্ট-জলাঃ**—বিশুদ্ধ জলপূর্ণ; **যৎ**—যার; **উপস্পর্শিনঃ**—যাঁরা পানীয় সেবন করেন; **উপদেবগণাঃ**—দেবতাগণ; **যোগ-ঐশ্বর্যাণি**—সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি; **স্বাভাবিকানি**—অনায়াসে; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করেন; **দেব-উদ্যানানি**—দিব্য উদ্যান; **চ**—ও; **ভবন্তি**—রয়েছে; **চত্বারি**—চার; **নন্দনম্**—নন্দন নামক উদ্যানে; **চৈত্র-রথম্**—চৈত্ররথ উদ্যান; **বৈভ্রাজকম্**—বৈভ্রাজক উদ্যান; **সর্বতঃ-ভদ্রম্**—সর্বতোভদ্র নামক উদ্যান; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো; দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর মতো, এবং তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইক্ষুরসের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ করেন। তার ফলে তাঁরা অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করেছেন। সেখানে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি দিব্য উদ্যানও রয়েছে।

শ্লোক ১৫

যেষ্বমরপরিবৃঢ়াঃ সহ সুরললনাললামযূথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মান-মহিমানঃ কিল বিহরন্তি ॥ ১৫ ॥

যেষু—যাতে; **অমর-পরিবৃঢ়াঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারা; **সহ**—সঙ্গে; **সুর-ললনা**—দেবতাদের এবং উপদেবতাগণের পত্নীদের; **ললাম**—স্ত্রীরত্নগণ; **যূথ-পতয়ঃ**—পতিগণ; **উপদেব-গণৈঃ**—উপদেবতাদের (গন্ধর্বদের) দ্বারা; **উপগীয়মান**—গান করেন; **মহিমানঃ**—যাঁদের মহিমা; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে; **বিহরন্তি**—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ স্ত্রীরত্নসদৃশ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করেন। তখন গন্ধর্ব নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন।

শ্লোক ১৬

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্তুঙ্গদেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থূলানি ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি ॥ ১৬ ॥

মন্দর-উৎসঙ্গে—মন্দর পর্বতের পাদদেশে; **একাদশ-শত-যোজন-উত্তুঙ্গ**—একাদশ শত যোজন উচ্চ; **দেবচূত-শিরসঃ**—দেবচূত নামক আম্রবৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে; **গিরি-শিখর-স্থূলানি**—পর্বতশৃঙ্গের মতো স্থূল; **ফলানি**—ফল; **অমৃত-কল্পানি**—অমৃতের মতো মধুর; **পতন্তি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

মন্দর পর্বতের পাদদেশে দেবচূত নামক একটি আম্রবৃক্ষ রয়েছে। তার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। পর্বতের শৃঙ্গের মতো স্থূল এবং অমৃতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়।

তাৎপর্য

বায়ু পুরাণেও মহান ঋষিগণ এই বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন—

অরত্নীনাং শতান্যষ্টাবেকষষ্ট্যধিকানি চ ।
ফলপ্রমাণমাখ্যাতম্ ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

শ্লোক ১৭

তেষাং বিশীর্যমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধি বহুলারুণরসোদেনারুণোদা নাম নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত আম্রফলের; **বিশীর্যমাণানাম্**—উচ্চস্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে ফেটে যায়; **অতি-মধুর**—অত্যন্ত মধুর; **সুরভি**—সুরভিত; **সুগন্ধি**—সুগন্ধযুক্ত; **বহুল**—প্রচুর পরিমাণে; **অরুণরস-উদেন**—অরুণবর্ণ রসের দ্বারা; **অরুণোদা**—অরুণোদা; **নাম**—নামক; **নদী**—নদী; **মন্দর-গিরি-শিখরাৎ**—মন্দর পর্বতের শিখর

থেকে; **নিপতন্তী**—পতিত হয়ে; **পূর্বেণ**—পূর্ব দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত; **উপপ্লাবয়তি**—প্রবাহিত হচ্ছে।

অনুবাদ

অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি ফেটে যায়। তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অরুণবর্ণ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বস্তুর সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের মতো প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৮

যদুপজোষণাদ্ভবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধূনামবয়বস্পর্শসুগন্ধবাতো দশযোজনং সমন্তাদনুবাসয়তি ॥ ১৮ ॥

যৎ—যার; **উপজোষণাৎ**—সুগন্ধিত জল ব্যবহার করার ফলে; **ভবান্যাঃ**—শিবের পত্নী ভবানীর; **অনুচরীণাম্**—অনুচরীদের; **পুণ্য-জন-বধূনাম্**—যাঁরা অত্যন্ত পুণ্যবান যক্ষদের পত্নী; **অবয়ব**—শরীরের অঙ্গের; **স্পর্শ**—স্পর্শের ফলে; **সুগন্ধ-বাতঃ**—সুরভিত বায়ু; **দশ-যোজনম্**—দশ যোজন পর্যন্ত (প্রায় আশি মাইল); **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **অনুবাসয়তি**—সুবাসিত করে।

অনুবাদ

শিবপত্নী ভবানীর অনুচরী যক্ষদের পুণ্যবতী পত্নীদের দেহ সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার ফলে সুরভিত হয়ে ওঠে, এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, দশ যোজন পর্যন্ত চতুর্দিক সুরভিত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৯

এবং জম্বূফলানামত্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণামিভকায়নিভানাং রসেন জম্বূ নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী দক্ষিণেনাত্মানং যাবদিলাবৃতমুপস্যন্দয়তি ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **জম্বূ-ফলানাম্**—জম্বূ ফলের; **অতি-উচ্চ-নিপাত**—অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে; **বিশীর্ণানাম্**—বিদীর্ণ হয়; **অনস্থি-প্রায়াণাম্**—অতি ক্ষুদ্র

বীজ সমন্বিত; **ইভ-কায়-নিভানাম্**—হস্তী শরীরের মতো বিশাল; **রসেন**—রসের দ্বারা; **জম্বু নাম নদী**—জম্বু নামক নদী; **মেরু-মন্দর-শিখরাৎ**—মেরুমন্দরের শিখর থেকে; **অযুত-যোজনাৎ**—দশ হাজার যোজন উচ্চ; **অবনিতলে**—ভূতলে; **নিপতন্তী**—পতিত হয়; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **আত্মানম্**—নিজের; **যাবৎ**—পূর্ণ; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **উপস্যন্দয়তি**—প্রবাহিত হয়।

অনুবাদ

তেমনই, জম্বু বৃক্ষের হস্তী-শরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের রসে জম্বু নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বু নদী মেরু পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তি স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

হাতির শরীরের মতো বিশাল এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলে যে কি পরিমাণ রস থাকতে পারে, তা আমরা কেবল কল্পনা করতেই পারি। জম্বু ফলের এই রস স্বাভাবিকভাবেই নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষকে প্লাবিত করে। সেই রস থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং সেই কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২০-২১

তাবদুভয়োরপি রোধসোর্যা মৃত্তিকা তদ্রসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কসংযোগ-বিপাকেন সদামরলোকাভরণং জাম্বূনদং নাম সুবর্ণং ভবতি ॥ ২০ ॥ যদু হ বাব বিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভির্মুকুটকটককটিসূত্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু ধারয়ন্তি ॥ ২১ ॥

তাবৎ—সম্পূর্ণরূপে; **উভয়োঃ অপি**—উভয়ের; **রোধসোঃ**—তটের; **যা**—যা; **মৃত্তিকা**—মাটি; **তৎ-রসেন**—নদীরূপে প্রবাহিতা জম্বু ফলের রস থেকে; **অনুবিধ্যমানা**—সম্পৃক্ত হয়ে; **বায়ু-অর্ক-সংযোগ-বিপাকেন**—বায়ু এবং সূর্যকিরণের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে; **সদা**—সর্বদা; **অমর-লোক-আভরণম্**—স্বর্গের দেবতাদের অলঙ্কারের জন্য যার ব্যবহার হয়; **জাম্বূ-নদম্ নাম**—জাম্বূনদ নামক;

সুবর্ণম্—স্বর্ণ; **ভবতি**—হয়; **যৎ**—যা; **উ হ বাব**—প্রকৃতপক্ষে; **বিবুধ-আদয়ঃ**—মহান দেবতাগণ; **সহ**—সঙ্গে; **যুবতিভিঃ**—তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীদের সঙ্গে ; **মুকুট**—মুকুট; **কটক**—বালা; **কটিসূত্র**—মেখলা; **আদি**—ইত্যাদি; **আভরণ**—সর্বপ্রকার অলঙ্কারের; **রূপেণ**—রূপে; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **ধারয়ন্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

জম্বূ নদীর উভয় তীরবর্তী মৃত্তিকা সেই রসের দ্বারা আর্দ্র হয়ে, এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের দ্বারা পরিপক্ক হয়ে জাম্বূনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়। স্বর্গের দেবতারা সেই স্বর্ণের দ্বারা বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্মাণ করেন। তাই স্বর্গের দেবতারা এবং তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীরা স্বর্ণমুকুট, বলয়, মেখলা, আদি অলঙ্কারের দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কোন কোন গ্রহের নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপাদন হয়। এই পৃথিবীর দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের জ্ঞানের অভাবে, যারা একটুখানি সোনা বানাতে পারে তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের বশীভূত হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই জড় জগতের উচ্চতর লোকে জম্বূনদীর তটের মৃত্তিকা জম্বূ ফলের রসে মিশ্রিত হয়ে সূর্যকিরণ এবং বায়ুর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়। সেখানকার স্ত্রী এবং পুরুষেরা বিভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার ফলে, তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে স্বর্ণের এতই অভাব যে, এখানকার রাষ্ট্র-সরকারগুলি রাজকোষে স্বর্ণ সঞ্চিত রেখে কাগজের টাকা ছাপায়। যেহেতু এই মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক নয়, তাই সেই কাগজের কোন মূল্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষেরা তাদের প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বর্তমান সময়ে মেয়েরা স্বর্ণের পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি গহনা পরছে এবং প্লাস্টিকের বাসনপত্র ব্যবহার করছে, তবুও মানুষ তাদের জাগতিক সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাই এই যুগের মানুষদের *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১০) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত অসৎ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের *সুমন্দমতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের বুদ্ধি এমনই বিকৃত যে, অল্প একটু সোনা তৈরি করতে পারে যে প্রবঞ্চক তাকে তারা ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু তাদের কাছে একটুও সোনা নেই, তাই তারা অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত, এবং সেই জন্য তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

কখনও কখনও এই সমস্ত হতভাগ্য মানুষেরা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভে কোন রকম আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরা কখনও কখনও স্বর্ণের রঙকে বিষ্ঠার রঙের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন স্বর্ণ অলঙ্কার এবং সুন্দরী রমণীদের প্রতি আকৃষ্ট না হতে। *ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীম্*—স্বর্ণ, সুন্দরী রমণী অথবা বহু অনুগামী লাভের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভক্তের উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*—"হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাই না।" ভক্ত এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করতে পারেন। সেটিই তাঁর একমাত্র কামনা।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ভগবানের বিনীত ভক্ত কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "দয়া করে আপনি আমাকে বিবিধ জড় ঐশ্বর্যপূর্ণ এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করুন।"

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

তেমনই, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বর্ণমুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারে ভূষিত দেবতাদের স্থিতি আকাশ-কুসুমের মতো অলীক (*ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে*)। ভগবদ্ভক্ত কখনও এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্লোক ২২

যস্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বনিরূঢ়ো যাস্তস্য কোটরেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিখরাৎ পতন্ত্যোঽপরেণাত্মানমিলাবৃতমনুমোদয়ন্তি ॥ ২২ ॥

যঃ—যা; **তু**—কিন্তু; **মহা-কদম্বঃ**—মহাকদম্ব নামক বৃক্ষ; **সুপার্শ্ব-নিরূঢ়ঃ**—যা সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান; **যাঃ**—যা; **তস্য**—তার; **কোটরেভ্যঃ**—কোটর থেকে; **বিনিঃসৃতাঃ**—প্রবাহিত; **পঞ্চ**—পাঁচটি; **আয়াম**—ব্যাম, প্রায় আট ফুট পরিমাণ; **পরিণাহাঃ**—যার মাপ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **মধু-ধারাঃ**—মধুর ধারা; **সুপার্শ্ব-শিখরাৎ**—সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে; **পতন্ত্যঃ**—পতিত হয়ে; **অপরেণ**—সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে; **আত্মানম্**—সমগ্র; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষ; **অনুমোদয়ন্তি**—সুরভিত করে।

অনুবাদ

সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটর থেকে পাঁচটি মধুর ধারা নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ ব্যাম। এই মধুর ধারা সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে ইলাবৃতবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ মনোরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

দুই হাত বিস্তার করলে তার মধ্যের পরিমাণকে বলা হয় ব্যাম। বৈদিক মানুষের আয়তন অনুসারে তার পরিমাণ প্রায় আট ফুট। এইভাবে উৎসমুখে প্রতিটি ধারার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট, অতএব মোট পাঁচটি ধারার আয়তন দুশো ফুট।

শ্লোক ২৩

যা হ্যুপযুঞ্জানানাং মুখনির্বাসিতো বায়ুঃ সমন্তাচ্ছতযোজন-মনুবাসয়তি ॥ ২৩ ॥

যাঃ—যা (সেই মধুর ধারাগুলি); **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **উপযুঞ্জানানাম্**—যারা পান করে; **মুখ-নির্বাসিতঃ বায়ুঃ**—তাদের মুখনিঃসৃত বায়ুর; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিক; **শত-যোজনম্**—এক শত যোজন পর্যন্ত (আটশত মাইল); **অনুবাসয়তি**—সুরভিত করে।

অনুবাদ

যাঁরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের মুখনিঃসৃত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্যন্ত স্থানকে সুবাসিত করে।

শ্লোক ২৪

এবং কুমুদনিরূঢ়ো যঃ শতবল্‌শো নাম বটস্তস্য স্কন্ধেভ্যো নীচীনাঃ পয়োদধিমধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যম্বরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব এব কামদুঘা নদাঃ কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণেলাবৃতমুপযোজয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এই প্রকার; **কুমুদ-নিরূঢ়ঃ**—কুমুদ পর্বতে; **যঃ**—যা; **শত-বল্‌শঃ নাম**—শতবল্‌শ নামক (শত শত স্কন্ধ থাকার ফলে এই নাম হয়েছে); **বটঃ**—বটবৃক্ষ; **তস্য**—তার; **স্কন্ধেভ্যঃ**—স্কন্ধ থেকে; **নীচীনাঃ**—নিম্নমুখে প্রবাহিত; **পয়ঃ**—দুধ; **দধি**—দই; **মধু**—মধু; **ঘৃত**—ঘি; **গুড়**—গুড়; **অন্ন**—অন্ন; **আদি**—ইত্যাদি; **অম্বর**—বসন; **শয্যা**—শয্যা; **আসন**—আসন; **আভরণ-আদয়ঃ**—অলঙ্কার আদি; **সর্বে**—সবকিছু; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কামদুঘাঃ**—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; **নদাঃ**—বড় নদী; **কুমুদ-অগ্রাৎ**—কুমুদ পর্বতের শীর্ষ থেকে; **পতন্তঃ**—প্রবাহিত হয়ে; **তম্**—তা; **উত্তরেণ**—উত্তর দিকে; **ইলাবৃতম্**—ইলাবৃতবর্ষের; **উপযোজয়ন্তি**—সুখ প্রদান করে।

অনুবাদ

তেমনই, কুমুদ পর্বতে শতবল্‌শ নামক একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। তার এক শত স্কন্ধ রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত স্কন্ধ থেকে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত নদগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের উপকারের জন্য ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদগুলি থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। তাদের অভিলষিত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে অত্যন্ত সুখী।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের উন্নতি আসুরিক সভ্যতার উপর নির্ভর করে না, যে সভ্যতা কেবল গগনচুম্বী অট্টালিকা আর রাজপথে ছোটাছুটি করার জন্য বড় বড় গাড়িই বানাতে পারে অথচ যার কোন সংস্কৃতি নেই এবং জ্ঞান নেই। প্রকৃতিজাত দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণ। যখন দুধ, দই, মধু, অন্ন, ঘি, গুড়, ধুতি, শাড়ি, শয্যা, আসন এবং অলঙ্কারের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়, তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা বাস্তবিকপক্ষে ঐশ্বর্যবান হন। যখন প্রচুর নদীর জল ভূমিকে প্লাবিত করে, তখন

এই সমস্ত বস্তুর উৎপাদন হয় এবং তখন আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু তা নির্ভর করে বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"সমস্ত প্রাণী অন্নের উপর নির্ভর করে, অন্ন উৎপাদন হয় বৃষ্টি হওয়ার ফলে। বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, এবং যজ্ঞ হচ্ছে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।" এই নির্দেশ *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৪) দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় এই নির্দেশের অনুসরণ করে, তাহলে মানব-সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে।

শ্লোক ২৫

যানুপজুষাণানাং ন কদাচিদপি প্রজানাং বলীপলিতক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্য-জরাময়মৃত্যুশীতোষ্ণবৈবর্ণ্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং নিরতিশয়মেব ॥ ২৫ ॥

যান্—যা (উপরোক্ত নদী থেকে উৎপন্ন সমস্ত বস্তু); **উপজুষাণানাম্**—যারা পূর্ণরূপে উপভোগ করে; **ন**—না; **কদাচিৎ**—কখনও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **বলী**—বলীরেখা; **পলিত**—পাকা চুল; **ক্লম**—ক্লান্তি; **স্বেদ**—ঘাম; **দৌর্গন্ধ্য**—ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ; **জরা**—বার্ধক্য; **আময়**—রোগ; **মৃত্যু**—অকাল মৃত্যু; **শীত**—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; **উষ্ণ**—প্রখর তাপ; **বৈবর্ণ্য**—বিবর্ণতা; **উপসর্গ**—ক্লেশ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **তাপ**—দুঃখের; **বিশেষাঃ**—বিবিধ প্রকার; **ভবন্তি**—হয়; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **জীবম্**—জীবন; **সুখম্**—সুখ; **নিরতিশয়ম্**—অসীম; **এব**—কেবল।

অনুবাদ

এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন, তাঁদের দেহে কখনও বলীরেখা দেখা যায় না এবং তাঁদের চুল পাকে না। তাঁরা কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং গাত্রে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদের কখনও জরা, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও শীত ও গ্রীষ্মের ক্লেশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের গায়ের জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হয় না। তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত সুখে জীবনযাপন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জড় জগতেও মানব-সমাজের পূর্ণতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ইত্যাদি সরবরাহ করার মাধ্যমে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার নিবৃত্তি সাধন সম্ভব। কৃষি উদ্যোগের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব, এবং দুধ, দই এবং ঘি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব গোরক্ষার মাধ্যমে। বন রক্ষা করার ফলে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় মানুষেরা দুধ, দই, ঘি উৎপাদনকারী গাভীদের হত্যা করতে ব্যস্ত। মধু সরবরাহকারী বৃক্ষগুলিকে তারা কেটে ফেলছে, এবং তারা কৃষিকার্যে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে নাট, বল্টু, গাড়ি, মদ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কারখানায় কাজ করছে। তাহলে মানুষ সুখী হবে কি করে? তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য। তাদের গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে বলী পড়ে এবং তারা ক্রমশ খর্ব হতে হতে বামনে পরিণত হবে। আর সব রকম নোংরা জিনিস খাওয়ার ফলে, তাদের দেহ থেকে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ বেরোয়। এইটিই হচ্ছে বর্তমান মানব-সভ্যতা। মানুষ যদি প্রকৃতপক্ষে এই জীবনে সুখী হতে চায় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই বৈদিক সভ্যতা অবলম্বন করতে হবে। বৈদিক সভ্যতায় উপরোক্ত সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়।

শ্লোক ২৬

কুরঙ্গকুররকুসুম্ভবৈকঙ্কত্রিকূটশিশিরপতঙ্গরুচকনিষধশিনীবাসকপিলশঙ্খ-বৈদূর্যজারুধিহংসর্ষভনাগকালঞ্জরনারদাদয়ো বিংশতিগিরয়ো মেরোঃ কর্ণিকায়া ইব কেসরভূতা মূলদেশে পরিত উপক্লুপ্তাঃ ॥ ২৬ ॥

কুরঙ্গ—কুরঙ্গ; **কুরর**—কুরর; **কুসুম্ভ-বৈকঙ্ক-ত্রিকূট-শিশির-পতঙ্গ-রুচক-নিষধ-শিনীবাস-কপিল-শঙ্খ-বৈদূর্য-জারুধি-হংস-ঋষভ-নাগ-কালঞ্জর-নারদ**—এই সমস্ত পর্বতের নাম; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **বিংশতি-গিরয়ঃ**—কুড়িটি পর্বত; **মেরোঃ**—সুমেরু পর্বতের; **কর্ণিকায়াঃ**—পদ্মকোষের; **ইব**—সদৃশ; **কেসর-ভূতাঃ**—কেশরের মতো; **মূল-দেশে**—পাদদেশে; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লুপ্তাঃ**—ভগবানের দ্বারা রচিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির,

পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিনীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি।

শ্লোক ২৭

জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্বেণাষ্টাদশযোজনসহস্রমুদগায়তৌ দ্বিসহস্রং পৃথুতুঙ্গৌ ভবতঃ। এবমপরেণ পবনপারিযাত্রৌ দক্ষিণেন কৈলাস-করবীরৌ প্রাগায়তাবেবমুত্তরতস্ত্রিশৃঙ্গমকরাবষ্টভিরেতৈঃ পরিস্তৃতোঽগ্নিরিব পরিতশ্চকাস্তিকাঞ্চনগিরিঃ ॥ ২৭ ॥

জঠর-দেবকূটৌ—জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত; **মেরুম্**—সুমেরু পর্বত; **পূর্বেণ**—পূর্বদিকে; **অষ্টাদশ-যোজন-সহস্রম্**—আঠার হাজার যোজন; **উদ্‌গায়তৌ**—উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত; **দ্বি-সহস্রম্**—দুই হাজার যোজন; **পৃথু-তুঙ্গৌ**—বিস্তার এবং উচ্চতা; **ভবতঃ**—রয়েছে; **এবম্**—তেমনই; **অপরেণ**—পশ্চিম দিকে; **পবন-পারিযাত্রৌ**—পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **কৈলাস-করবীরৌ**—কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত; **প্রাক্-আয়তৌ**—পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে; **এবম্**—তেমনই; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **ত্রিশৃঙ্গ-মকরৌ**—ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত; **অষ্টভিঃ এতৈঃ**—এই আটটি পর্বতের দ্বারা; **পরিস্তৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **অগ্নিঃ ইব**—অগ্নির মতো; **পরিতঃ**—সর্বত্র; **চকাস্তি**—দেদীপ্যমান; **কাঞ্চন-গিরিঃ**—সুমেরু বা মেরু নামক স্বর্ণপর্বত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত। তেমনই, সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে, এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। এই সব কয়টি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অগ্নির মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুমেরু পর্বত এই আটটি পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

শ্লোক ২৮

মেরোর্মূর্ধনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপকল্পাং পুরীমযুতযোজনসাহস্রীং সমচতুরস্রাং শাতকৌম্ভীং বদন্তি ॥ ২৮ ॥

মেরোঃ—সুমেরু পর্বতের; **মূর্ধনি**—শিখরে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির; **আত্ম-যোনেঃ**—ব্রহ্মার; **মধ্যতঃ**—মধ্যে; **উপকল্পাম্**—অবস্থিত; **পুরীম্**—বিশাল নগরী; **অযুত-যোজন**—দশ হাজার যোজন; **সাহস্রীম্**—এক হাজার; **সম-চতুরস্রাম্**—চতুর্দিকে সমান দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট; **শাতকৌম্ভীম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বদন্তি**—মহাজ্ঞানী ঋষিরা বলেন।

অনুবাদ

মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার চতুর্দিক এক হাজার অযুত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুরী স্বর্ণনির্মিত, এবং তাই পণ্ডিত ও ঋষিরা সেই পুরীটিকে শাতকৌম্ভী পুরী বলেন।

শ্লোক ২৯

তামনুপরিতো লোকপালানামষ্টানাং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন পুরোঽষ্টাবুপকল্পাঃ ॥ ২৯ ॥

তাম্—ব্রহ্মপুরী নামক সেই মহানগরী; **অনুপরিতঃ**—বেষ্টিত; **লোক-পালানাম্**—লোকপালদের; **অষ্টানাম্**—আট; **যথা-দিশম্**—দিক অনুসারে; **যথা-রূপম্**—ব্রহ্মপুরীর অনুরূপ; **তুরীয়-মানেন**—আয়তনে এক-চতুর্থাংশ; **পুরঃ**—পুরী; **অষ্টৌ**—আট; **উপকল্পাঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরী ঠিক ব্রহ্মপুরীর মতো কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক-চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য পুরাণেও ব্রহ্মার পুরী এবং ইন্দ্রাদি অষ্ট দিকপালের পুরীর বর্ণনা রয়েছে—

মেরৌ নবপূরাণি স্যুর্মনোবত্যমরাবতী ।
তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনা পরা ॥
শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া ।
যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্র বহ্যাদীনাং যথাক্রমম্ ॥

ব্রহ্মার পুরীর নাম মনোবতী, এবং ইন্দ্র অগ্নি আদি তাঁর সহকারীদের পুরীগুলির নাম হচ্ছে যথাক্রমে অমরাবতী, তেজোবতী, সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া এবং যশোবতী। ব্রহ্মপুরী মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে তাকে ঘিরে রয়েছে অন্য আটটি পুরী।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বূদ্বীপের বর্ণনা' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।